ধারাবিবরণী

মুখবন্ধ # ১৭

প্রথম অধ্যায়

সেলজুক রাজবংশ : পূর্বপুরুষ ও সুলতানদের বিবরণ # ৩৯

প্রথম পরিচ্ছেদ

সেলজুকদের পূর্বপুরুষ, আদিনিবাস ও উত্থান # ৪০

এক : মুসলিমবিশ্বের সঙ্গে তুর্কিদের সম্পর্ক ৪১
দুই : সেলজুকদের উত্থান ৪২
তিন : সেলজুকদের উত্থানপূর্ব সময়ে মুসলিম প্রাচ্যের অবস্থা ৪৩

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

খিলাফতের সঙ্গে সেলজুকদের সম্পর্ক, তাদের ইরাকে প্রবেশ এবং শিয়া রাফিজি বাতিনি মতবাদ নির্মূলকরণ # ৭৬

এক : ইরাকে ফাতিমি উবায়দিদের কর্তৃত্ব ও বাসাসিরি ফিতনা ৭৭
দুই : রোমানদের সঙ্গে সেলজুকদের সংঘাত ১০৩

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মুহাম্মাদ আলপ আরসালান (বীর সিংহ) # ১০৯

এক : আলপ আরসালানের রাজ্যাভিষেক ১০৯
দুই : তুগরুল বেগের স্ত্রীকে বাগদাদ ফেরার অনুমতি ১১০
তিন : আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ ১১০
চার : সুলতান আলপ আরসালানের সিরিয়া অভিযান ও হালাব জয় ১১২
পাঁচ : মালাজগির্দ (মানজিকার্ট) যুদ্ধ (৪৬৩হি.) ১১৮

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সুলতান মালিকশাহ # ১২৮

এক : সুলতান মালিকশাহর দীক্ষাগ্রহণ ও রাজ্যাভিষেক ১২৮
দুই : জনসেবা ও ন্যায়পরায়ণতা ১৩২
তিন : সিরিয়ায় সেলজুকদের স্থায়ী কর্তৃত্ব ১৩৮
চার : রোমান-সেলজুক সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা (৪৭০-৪৭৯ হি.) ১৪৭
পাঁচ : হাসান ইবনু সাব্বাহ ও ইসমাইলি-নিজারি মতবাদ ১৪৮

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

খলিফা কায়িম বি-আমরিল্লাহর ইনতিকাল ও মুকতাদি বিল্লাহর খিলাফত # ১৭২

এক : আব্বাসি খলিফা কায়িম বি-আমরিল্লাহর ইনতিকাল ১৭২
দুই : মুকতাদি বিল্লাহর খিলাফত ১৭৩
তিন : মালিকশাহ ও মুকতাদি বিল্লাহর মধ্যে সম্পর্কের অধঃপতন ১৭৪
চার : নিজামুল মুলক ১৭৬

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সেলজুক সাম্রাজ্যের ক্ষয়, বিশৃঙ্খলা ও পতনের দুর্যোগকাল # ১৮৭

এক : মাহমুদ ইবনু মালিকশাহকে আব্বাসি খিলাফতের স্বীকৃতি ১৮৮
দুই : বারকিয়ারুকের আধিপত্য ও আব্বাসি খলিফার স্বীকৃতি ১৯১
তিন : বারকিয়ারুক ও তাঁর দুই ভাই মুহাম্মাদ ও সানজারের দ্বন্দ্ব ১৯৪
চার : বারকিয়ারুকের মৃত্যু ও মুহাম্মাদ ইবনু মালিকশাহর শাসন ১৯৬
পাঁচ : আব্বাসি খলিফা মুসতাজহির বিল্লাহ ২০৯
ছয় : সানজার ও সেলজুক সালতানাত ২১৫
সাত : খলিফা মুসতারশিদ বিল্লাহ আব্বাসি ২২৪
আট : খলিফা রাশিদ বিল্লাহ ২২৮
নয় : আব্বাসি খিলাফতের ওপর সেলজুকদের প্রভাব ২৩২
দশ : সেলজুক সালতানাতের পতন ২৪১

দ্বিতীয় অধ্যায়

সেলজুকদের শাসনামলে আব্বাসি খিলাফতের মন্ত্রিত্ব ব্যবস্থা # ২৪৬

প্রথম পরিচ্ছেদ

আব্বাসি ও সেলজুক মন্ত্রীদের গুণাবলি # ২৪৮

এক : আব্বাসি খিলাফতের মন্ত্রীদের গুণাবলি ২৪৮
দুই : সেলজুক মন্ত্রীদের বৈশিষ্ট্য ২৫২

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আব্বাসি ও সেলজুক মন্ত্রীদের নিয়োগপদ্ধতি মর্যাদা ও উপাধি # ২৫৫

এক : আব্বাসি মন্ত্রীদের নিয়োগপদ্ধতি ২৫৫
দুই : মন্ত্রীদের নিয়োগ দানে সেলজুক পদ্ধতি ২৫৬
তিন : আব্বাসি মন্ত্রীদের উপাধি ২৫৭
চার : সেলজুক মন্ত্রীদের উপাধি ২৫৯
পাঁচ : আব্বাসি মন্ত্রীদের বিশেষ সম্মান ও বরাদ্দ ২৬০
ছয় : সেলজুক মন্ত্রীদের বেতন-ভাতা ও অন্যান্য সুবিধাদি ২৬১

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আব্বাসি ও সেলজুক মন্ত্রীদের দায়িত্ব # ২৬৩

এক : আব্বাসি মন্ত্রীদের দায়িত্ব ২৬৩
দুই : সেলজুক মন্ত্রীদের দায়িত্ব ২৬৮

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আব্বাসি ও সেলজুক মন্ত্রীদের পদচ্যুতি # ২৭২

এক : আব্বাসি মন্ত্রীদের পদচ্যুতি ২৭২
দুই : সেলজুক মন্ত্রীদের পদচ্যুতি ২৭৪
তিন : আব্বাসি খিলাফতে মন্ত্রিত্বের লড়াই ২৭৫
চার : সেলজুক সালতানাতে মন্ত্রিত্বের লড়াই ২৭৬

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

আব্বাসি ও সেলজুকি খ্যাতিমান মন্ত্রিবৃন্দ # ২৭৯

এক : প্রসিদ্ধ আব্বাসি মন্ত্রীরা ২৭৯
দুই : প্রসিদ্ধ সেলজুক মন্ত্রীরা ২৯০

তৃতীয় অধ্যায়

সেলজুকদের রণকৌশল # ২৯৪

প্রথম পরিচ্ছেদ

সেলজুকদের সামরিক ব্যবস্থাপনা # ২৯৫

এক : সেলজুকদের সামরিক মূল্যবোধ ২৯৫
দুই : বিভিন্ন জাতি ও গোত্রের ওপর নির্ভরশীলতা ৩০৪
তিন : সেনাবাহিনীর পরিধি বৃদ্ধি ৩০৪
চার : সেনা-ইউনিট গঠন ৩০৫
পাঁচ : সামরিক বাহিনীর জমিদারিপ্রথা ৩০৭
ছয় : জামানতরীতি ৩১১
সাত : সেলজুকদের মনস্তাত্ত্বিক প্রস্তুতি ৩১২

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সেলজুকদের সমরবিভাগের প্রাতিষ্ঠানিক নীতিমালা # ৩১৩

এক : সেনাবাহিনীর পদবিসমূহ ৩১৩
দুই : সেনা-অধিদপ্তর ৩২০
তিন : সেলজুকবাহিনীর বিভাগসমূহ ৩২৪
চার : বহুজাতিক সেনাবাহিনী ৩২৮
পাঁচ : সেনাবাহিনীর ডিভিশন ৩২৯
ছয় : শিক্ষা ও সামরিক প্রশিক্ষণ ৩৩১
সাত : সেলজুক সেনাবাহিনীর আয়তন ৩৩১
আট : গুপ্তচর ও গোয়েন্দা ৩৩২
নয় : সামরিক সহায়তা ৩৩৩
দশ : চিকিৎসাব্যবস্থাপনা ৩৩৫
এগারো : সেলজুকবাহিনীতে ঘোড়ার ভূমিকা ৩৩৬

বারো : সেলজুক সেনাবাহিনীর অর্থের উৎস ৩৩৭
তেরো: সেলজুকদের পতাকা ও প্রতীক ৩৩৮

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অস্ত্র ও প্রতিরক্ষাসামগ্রী # ৩৩৯

এক : ব্যক্তিগত ব্যবহারের হালকা অস্ত্র ৩৩৯
দুই : ভারী অস্ত্রশস্ত্র ৩৩৯
তিন : কুচকাওয়াজ ও শোভাবর্ধনের অস্ত্রসরঞ্জাম ৩৪০
চার : শহরের নিরাপত্তাব্যবস্থা ৩৪১
পাঁচ : শহর অবরোধের সরঞ্জাম ৩৪১
ছয় : অস্ত্রতৈরি ও অস্ত্রাগার ৩৪১

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সমরকৌশল ও পরিকল্পনা # ২৪২

এক : দ্রুত অভিযান পরিচালনার সক্ষমতা ৩৪২
দুই : তিরন্দাজি ৩৪৫
তিন : শত্রুদের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘাত ৩৪৫
চার : শত্রুদের শক্তিক্ষয়ের কৌশল ৩৪৬
পাঁচ : পানি-সংক্রান্ত নীতি ৩৪৭
ছয় : শত্রুবাহিনীতে প্রভাব বিস্তার ৩৪৭
সাত : সড়ক নিয়ন্ত্রণ ৩৪৮
আট : পানির উৎসের নিয়ন্ত্রণ ৩৪৮
নয় : সেনাবাহিনীর নিরাপত্তা ৩৪৯
দশ : বিশেষ জরুরি অভিযান ৩৪৯
এগারো: সেনাবিন্যাস-পদ্ধতি ৩৫১

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

জিনকি, আইয়ুবি ও মামলুক সাম্রাজ্যে সেলজুক নীতিমালার প্রভাব # ৩৫২

এক : জিনকি সাম্রাজ্য ৩৫২
দুই : আইয়ুবি ও মামালুক সাম্রাজ্য ৩৫৩

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সেলজুক যুগে নারীদের অবদান # ৩৫৮

এক : সুলতান তুগরুল বেগের স্ত্রী ৩৫৯
দুই : সুলতান মালিকশাহর স্ত্রী তুরকান খাতুন ৩৫৯
তিন : মালিকশাহকন্যা খাতুন দ্বিতীয়া (খলিফা মুসতাজহিরের স্ত্রী) ৩৬০
চার : কহরমানা আল মুকতাদি ৩৬১
পাঁচ : খাতুন আস সাফারিয়া ৩৬২
ছয় : সেলজুক শাসনামলে আলিমা, তাপসী ও কীর্তিময়ী কতিপয় নারী ৩৬২
সাত : নারী-পুরুষ মেলামেশা ৩৬৩

চতুর্থ অধ্যায়

সেলজুক শাসনামলে নিজামিয়া মাদরাসা # ৩৬৭

প্রথম পরিচ্ছেদ

মাসরাসা প্রতিষ্ঠা ও লক্ষ্য # ৩৬৫

এক : মাদরাসা প্রতিষ্ঠা ৩৬৫
দুই : ইসলামি মাদরাসা বিশেষত নিজামিয়া মাদরাসা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য ৩৭১
তিন : লক্ষ্য বাস্তবায়নে নিজামুল মুলকের কর্মনীতি ৩৭৩
চার : শিক্ষানীতি গঠন ৩৮০
পাঁচ : মুসলিমবিশ্বে নিজামিয়া মাদরাসার প্রভাব ৩৮৩

মুখবন্ধ

সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার। আমরা তাঁর প্রশংসা করি, তাঁর কাছেই সাহায্য ও ক্ষমা চাই অন্তরের কুমন্ত্রণা ও মন্দকাজ থেকে। তিনি যাকে পথ দেখান, তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না; আর যাকে পথভ্রষ্ট করেন, কেউ তাকে পথপ্রদর্শন করতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তিনি একক ও অংশীদারহীন। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর বান্দা ও রাসুল। আল্লাহ বলেন,

> ইমানদাররা, আল্লাহকে যেভাবে ভয় করা উচিত, ঠিক সেভাবে ভয় করতে থাকো এবং অবশ্যই মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না। [সুরা আলে ইমরান : ১০২]

আল্লাহ আরও বলেন,

> হে মানবমণ্ডলী, তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় করো, যিনি তোমাদের এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তার থেকে তার সঙ্গিনীকে সৃষ্টি করেছেন; আর বিস্তার করেছেন তাদের দুজন থেকে অগণিত পুরুষ ও নারী। আল্লাহকে ভয় করো, যাঁর নামে তোমরা একে অপরের কাছে (কোনোকিছু) চেয়ে থাকো এবং রক্ত-সম্পর্কিত আত্মীয়দের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করো। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের ওপর পর্যবেক্ষক। [সুরা নিসা : ১]

অন্যত্র বলা হয়েছে,

> মুমিনরা, আল্লাহকে ভয় করো এবং সঠিক কথা বলো। তিনি তোমাদের আমল-আচরণ সংশোধন করবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন। যে-কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করে, সে অবশ্যই মহাসাফল্য অর্জন করবে। [সুরা আহজাব : ৭০-৭১]

হে আমার প্রতিপালক, সব প্রশংসা আপনার জন্য, যা আপনার মহান সত্তা ও মহাশক্তির উপযোগী। সব প্রশংসা আপনার জন্যই, আপনার সন্তুষ্টি লাভ করা পর্যন্ত; সন্তুষ্টির

সময়ও এবং সন্তুষ্টিপরবর্তী সময়ও। আপনার মাহাত্ম্যের উপযুক্ত সব প্রশংসাই আপনার জন্য। সব স্তুতিবাক্যও আপনার জন্যই নিবেদিত, যা আপনার বড়ত্বের উপযুক্ত। তাবৎ মহিমা-গৌরবও আপনার জন্য, যা আপনার গৌরব ও বড়ত্বের যোগ্য।

হামদ ও সালাতের পর, বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি আমার প্রকাশিত রচনা—নববি যুগ ও খিলাফতে রাশিদারই ধারাবাহিক অংশ। এ-সংক্রান্ত গ্রন্থসমূহের মধ্যে *সিরাতুন নবি* (বিশুদ্ধ ঘটনার আলোকে বিশ্লেষণধর্মী পূর্ণাঙ্গ নবিজীবনী), আবু বকর সিদ্দিক, উমর ইবনুল খাত্তাব, উসমান ইবনু আফফান, আলি ইবনু আবি তালিব, হাসান ইবনু আলি রাজিআল্লাহু আনহুম ও উমাইয়া শাসনামলের ইতিহাস প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থটির নাম রেখেছি *সেলজুক সাম্রাজ্য : বাতিনি ফিতনা ও ক্রুসেড মোকাবিলায় ইসলামি জাগরণের সূচনা* (দাওলাতুস সালাজিকা ওয়া বুরুজু মাশরুয়িন ইসলামিয়্যিন লিমুকাওয়ামাতিত তাগালগুলিল বাতিনি ওয়াল গাজবিস সালিবি), যা মুসলিম উম্মাহ ও ক্রুসেডের ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। আল্লাহর দরবারে তাঁর সুন্দর নামসমূহ ও সুউচ্চ গুণাবলির অসিলায় প্রার্থনা করছি, তিনি যেন গ্রন্থটির সুন্দর সমাপ্তির তাওফিক দেন এবং তা যেন হয় একান্ত তাঁরই সন্তুষ্টি কামনায়। আরও প্রার্থনা করছি, তিনি যেন প্রতিটি গ্রন্থই বরকতময় ও গ্রহণযোগ্য হিসেবে কবুল করেন।

এ গ্রন্থ পাঠকের সামনে তুলে ধরবে সেলজুকদের ইতিহাস, তাদের বংশধারা, আদিনিবাস ও উত্থানের আলোচনা। আরও থাকবে মুসলিমবিশ্বের সঙ্গে তুর্কিদের সম্পর্ক, সেলজুকদের আবির্ভাবপূর্ব মুসলিম-প্রাচ্যের অবস্থা, সামানি ও গজনবি সাম্রাজ্যের ইতিহাস, গজনবি ও সেলজুকদের দ্বন্দ্ব, দান্দানাকানের যুদ্ধ (Battle of Dandanaqan) ও সেলজুক সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার বিবরণ। তুলে ধরা হবে কারাখানি সাম্রাজ্য, বুওয়াইহ বংশ, বুওয়াইহিদের শিয়াবাদ, আব্বাসি খলিফাদের অবমাননায় তাদের কর্মকাণ্ড, কারামিতাদের সঙ্গে সখ্য, মুসলিম সাম্রাজ্যের সীমান্তরক্ষায় তাদের অবস্থান, শিয়া মতবাদ প্রসারে সহযোগিতা, মুসলিম সাম্রাজ্যগুলোকে কেন্দ্র করে বিচ্ছিন্নতার উসকানি, মুসলিম শাসকদের ব্যাপারে তাদের সংকীর্ণ মনোভাব, শিয়া মতবাদের বিশেষায়িত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও গবেষণাগারের গোড়াপত্তন, ইখওয়ানুস সাফা আন্দোলনের মতো ভ্রান্ত দর্শনের প্রসার ও বুওয়াইহি সাম্রাজ্যের পতনের বিবরণ। আরও উল্লেখ থাকবে তুগরুল বেগের[১] নেতৃত্বে সেলজুকদের ঐক্যবদ্ধ হওয়া, তাদের সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ও তাদের প্রতি আব্বাসি খলিফার স্বীকৃতির আলোচনা।

গ্রন্থটিতে স্থান পাবে ইরাকে ফাতিমি-উবায়দিদের দাপট, বাসাসিরির উৎপাত,

[১] তুগরিল (Tughril) উচ্চারণও শুদ্ধ। যেমনটা ইংরেজ-ইতিহাসবিদরা লিখে থাকেন। মোটাদাগে বলতে গেলে আরব-ইতিহাসবিদরাই শুধু 'তুগরুল' লেখেন। —*সম্পাদক*।

ফাতিমি-উবায়দি সাম্রাজ্যের আকিদা-বিশ্বাস, কারামিতাদের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক, বাতিনি ফিরকাসমূহের ব্যাপারে আলিমদের সিদ্ধান্ত, ইরাক ও এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে হিবাতুল্লাহ শিরাজি কর্তৃক বাতিনি মতাদর্শ প্রচারের অপতৎপরতা, তার বিপ্লবী পরিকল্পনায় বাসাসিরিবাহিনীর সেনাপ্রধানের নেতৃত্বে আব্বাসি খিলাফতের পতন ঘটিয়ে ইরাককে ফাতিমি-উবায়দি সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা, বাসাসিরিদের বাগদাদ দখল এবং সেখানে ফাতিমিদের নামে খুতবা প্রবর্তনের আলোচনা। স্থান পাবে খলিফা কায়িম বি-আমরিল্লাহর পক্ষ থেকে বাসাসিরিকে বন্দি করতে তুগরুল বেগের কাছে পত্র প্রেরণ, খলিফার ডাকে তুগরুল বেগের সাড়া দেওয়া, বাসাসিরি-হত্যা, ফাতিমি-উবায়দি মতাদর্শের সঙ্গে সেলজুকদের যুদ্ধ, তুগরুল বেগের শাসনামলে বাইজেন্টাইনদের সঙ্গে সেলজুকদের সম্পর্ক ও সেলজুক সাম্রাজ্যের সেবায় মন্ত্রী আমিদুল মুলুক আল কুনদারির চেষ্টা-প্রচেষ্টার বিবরণ।

আরও স্থান পাবে তুগরুল বেগ-পরবর্তী সেলজুক সুলতান আলপ আরসালানের জীবনালোচনা, আল্লাহর পথে তাঁর জিহাদের বিবরণ, শাম আক্রমণ, হালাব (আলেপ্পো) দখল, ৪৬৩ হিজরিতে রোমানদের বিরুদ্ধে মালাজগির্দের যুদ্ধে সুলতানের মহাবিজয়, রোমান সম্রাটকে কারারুদ্ধ করা ও এই যুদ্ধের ফলাফল সম্পর্কীয় আলোচনা। থাকবে সুলতান আলপ আরসালানের মৃত্যু, তাঁর পুত্র মালিকশাহর ক্ষমতারোহণ, সুলতান মালিকশাহর জীবনবৃত্তান্ত। পাশাপাশি আলোচিত হবে হাসান সাব্বাহর জীবনী, নিজারি-ইসমাইলি-হাশিশি মতবাদ, আলমুত দুর্গদখল, নিজারি-বাতিনি মতবাদের বিভিন্ন স্তর ও পদবিন্যাস, মতবাদের প্রচারকাজে দায়িদের কর্মপন্থা, দাওয়াতের বিভিন্ন ধাপ-পরিধাপ, আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি, সাধারণ মানুষকে প্রতারিত করার ক্ষেত্রে তাদের কূটকৌশলের বর্ণনা। তুলে ধরা হবে ইবনু সাব্বাহ এবং সুলতান মালিকশাহর মধ্যকার পত্র আদান-প্রদানের বিবরণও।

সংক্ষিপ্ত ধারণা দেওয়া হবে ইরানের ইসমাইলি সাম্রাজ্য সম্পর্কেও। থাকবে খলিফা কায়িম বি-আমরিল্লাহ ও তাঁর ছেলে মুকতাদি বিল্লাহর ক্ষমতাগ্রহণ এবং মালিকশাহ ও খলিফা মুকতাদি বিল্লাহর সম্পর্কের অবনতির বর্ণনা। পাশাপাশি বিস্তারিত আলোচনা করা হবে সুলতান আলপ আরসালান ও মালিকশাহর যুগে সেলজুক মন্ত্রী নিজামুল মুলক তুসি-প্রবর্তিত সুন্নাহভিত্তিক নীতিমালা সম্পর্কেও। তুলে ধরা হবে এই মহান রাজনীতিবিদের জীবনচরিত, রাষ্ট্রীয় কাজে তাঁর অনুসৃত পন্থা, প্রাতিষ্ঠানিক কাজে তাঁর চিন্তাদর্শন, অর্থনৈতিক ও নাগরিক জীবনের সুবিধাদির প্রতি তাঁর বিশেষ দৃষ্টি, তাঁর আমলে জ্ঞানচর্চার উৎকর্ষ এবং তাঁর ইবাদত ও বিনয় প্রসঙ্গও। আরও জানা যাবে কবি-সাহিত্যিকদের রচনায় তুসির প্রশংসাগাথা, তাঁর মৃত্যুতে বাগদাদবাসীসহ সাধারণ